প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

www.dls.gov.bd

১. ভূমিকা:

স্বাধীনতার স্থপতি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সূচিত পথ ধরে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়ন অগ্রযাত্রা, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা, আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং সর্বোপরি দারিদ্র বিমোচনে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান অনস্বীকার্য। সরকারের ধারাবাহিক প্রচেষ্টায় মাংস ও ডিম উৎপাদনে বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে এবং দুধ উৎপাদনে আশাব্যঞ্জক অগ্রগতি সাধন করেছে। বিগত ২০২১-২০২২ অর্থবছরে জিডিপিতে স্থিরমূল্যে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান ১.৪৪%, প্রবৃদ্ধির হার ৩.৮০% ও চলতি মূল্যে জিডিপি'র আকার ৫০,৩০১ কোটি টাকা। কৃষিজ জিডিপি'তে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান ১৩.১০% (বিবিএস, ২০২১)। জনসংখ্যার প্রায় ২০% প্রত্যক্ষ এবং ৫০% পরোক্ষভাবে প্রাণিসম্পদ খাতের ওপর নির্ভরশীল। তাই দেশের ক্রমবর্ধমান প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে গবাদিপশু এবং হাঁস-মুরগির টেকসই জাত উন্নয়ন এবং রোগ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে উৎপাদন দ্বিগুণ করার কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সর্বোপরি প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর পর্যাপ্ত বিনিয়োগ, দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনশক্তি নিয়োগ, সক্ষমতা বৃদ্ধি, ভ্যালু চেইন ব্যবস্থার উন্নয়ন, প্রযুক্তিগত সহায়তা বৃদ্ধি, পিপিপি এবং আর্ন্তজাতিক অংশীদারিত্বের মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে রূপান্তরের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

২. রূপকল্প (Vision):

সকলের জন্য পর্যাপ্ত, নিরাপদ ও মানসম্পন্ন প্রাণিজ আমিষ সরবরাহকরণ।

৩. অভিলক্ষ্য (Mission):

প্রাণিসম্পদের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং মূল্য সংযোজনের (Value Addition) মাধ্যমে প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ।

৪. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aims and Objectives):

- গবাদি পশু-পাখির উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি;
- গবাদি পশু-পাখির রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ;
- মানবসম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;
- নিরাপদ প্রাণিজাত পণ্যের (দুধ, মাংস ও ডিম) উৎপাদন ও রপ্তানি বৃদ্ধিতে সহায়তা;
- গবাদি পশু-পাখির জেনেটিক রিসোর্স সংরক্ষণ ও উন্নয়ন।

৫. প্রধান কার্যাবলি (Main Functions):

- দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন বৃদ্ধি করা;
- গবাদি পশু-পাখির চিকিৎসা, রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ;
- গবাদি পশু-পাখির কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণ;
- গবাদি পশু-পাখির পুষ্টি উন্নয়ন;
- গবাদি পশু-পাখির জাত উন্নয়ন;
- প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ ও প্রাণিজাত খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণ;
- প্রাণিজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন;
- গবাদি পশু-পাখির খামার ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন;
- গবাদি পশু-পাখির কৌলিকমান সংরক্ষণ ও উন্নয়ন;
- প্রাণিসম্পদ সম্পর্কিত গবেষণা ও উন্নয়ন;
- প্রাণিসম্পদ সংক্রান্ত আইন, বিধিমালা ও নীতিমালা প্রণয়ন, হালনাগাদকরণ এবং বাস্তবায়ন;
- প্রাণিসম্পদ বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন ।

৬. সাংগঠনিক কাঠামো:

বর্তমানে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে বিদ্যমান জনবল ১৩০৫২ জন । প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ ০৮টি বিভাগীয়, ৬৪ টি জেলা, ৪৯২টি উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরের পাশাপাশি ০১টি কেন্দ্রীয় রোগ অনুসন্ধান গবেষণাগার, ০১টি কেন্দ্রীয় ভেটেরিনারি হাসপাতাল, ০১টি কেন্দ্রীয় প্রাণিপুষ্টি গবেষণাগার এবং ০২টি প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান রয়েছে । তাছাড়া ৬৪টি জেলা ভেটেরিনারি হাসপাতাল, ০৯টি আঞ্চলিক রোগ অনুসন্ধান গবেষণাগার, ৬৪ টি জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্রের পাশাপাশি ৪৪৬৪টি কৃত্রিম প্রজনন উপকেন্দ্র রয়েছে । মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে ০১টি বিসিএস লাইভস্টক একাডেমি, ০২টি ভেটেরিনারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এবং ০২টি লাইভস্টক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট রয়েছে । আধুনিক পদ্ধতিতে গবাদিপশু পালন বিষয়ে খামারীদের অবহিত করার জন্য ৫৭টি হাঁস-মুরগির খামার, ০৭টি দুগ্ধ ও গবাদিপশু উন্নয়ন খামার, ০৩টি মহিষের খামার, ০১টি শুকরের খামার, ০৭টি ছাগল উন্নয়ন খামার এবং ০৪টি ভেড়ার খামার রয়েছে । প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগের জন্য একটি নতুন জনবল কাঠামো (অর্গানোগ্রাম) ২০২০ সালে অনুমোদিত হয়েছে । নতুন জনবল কাঠামো অনুযায়ী দ্রুত অনুমোদিত জনবল নিয়োগ দেওয়া গেলে নিরাপদ প্রাণিজ আমিষ উৎপাদনে অধিদপ্তর আরো কার্যকর ভূমিকা রাখবে ।

৭. ২০২১-২০২২ অর্থবছরে অর্জিত সাফল্যসমূহের বর্ণনা:

৭.১ দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন বৃদ্ধি:

৭.১.১ দুধ উৎপাদন:

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর দুধের টেকসই উৎপাদন নিশ্চিতকল্পে গবাদি-পশুর জাত উন্নয়ন, দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্যের বাজার ব্যবস্থা জোরদারকরণ, দুগ্ধ জাতীয় পণ্যের মাননিয়ন্ত্রণ ও সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা এবং স্কুল ফিডিং এর মাধ্যমে দুধ পানের অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য সুদূরপ্রসারী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে । প্রতিবছর ১ জুন "দুধ পানের অভ্যাস গড়ি, পুষ্টি চাহিদা পূরণ করি" প্রতিপাদ্য নিয়ে বিশ্ব দুগ্ধ দিবস পালন করা হয় ।

বাংলাদেশকে দুগ্ধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে। দেশের ডেইরি শিল্পের উন্নয়নে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে (৪২৮০ কোটি টাকা) "প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প" এর মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, বাজারজাতকরণ, ভ্যালু চেইন উন্নয়ন, পশুবীমা চালুকরণ এবং দুধের ভোক্তা সৃষ্টির কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বিগত ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সরকারি ও বেসরকারি দুগ্ধ খামারে মোট দুধ উৎপাদিত হয়েছে ১৩০.৭৪ লক্ষ মেট্রিক টন এবং দুধের প্রাপ্যতা বেড়ে ২০৮.৬১ মিলি/দিন/ জন এ উন্নীত হয়েছে।

বিশ্ব দুগ্ধ দিবস উদযাপন ও ডেইরি আইকন সেলিব্রেশনঃ

দুধের টেকসই উৎপাদন নিশ্চিতকল্পে গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন, দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্যের বাজার ব্যবস্থা জোরদারকরণ, দুগ্ধ জাতীয় পণ্যের মাননিয়ন্ত্রণ ও সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা এবং দুধ পানের অভ্যাস গড়ে তোলার লক্ষ্যে 'পরিবেশ, পুষ্টি ও আর্থ-সামাজিক ক্ষমতায়নে টেকসই দুগ্ধ শিল্প' প্রতিপাদ্যে গত ১ জুন ২০২২ তারিখে দেশব্যাপী দুগ্ধ দিবস উদযাপন করা হয়েছে। দেশের ডেইরি শিল্পের বিকাশ ও দুগ্ধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে উক্ত দিবসে ৩৯ জন ডেইরি আইকনকে পুরস্কার ও সম্মাননা স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে।

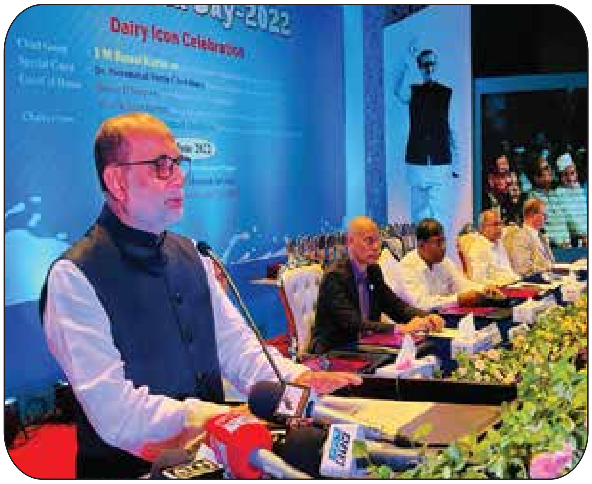

মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এবং সম্মানিত সচিব মহোদয়ের উপস্থিতিতে দেশব্যাপী বর্ণাঢ্য আয়োজনে দুগ্ধ দিবস ২০২২ উদযাপন

দুধ উৎপাদন ও প্রাপ্যতার বিগত ৫ বছরের তুলনামূলক চিত্র:

প্রাণিজাত পণ্য		অর্থবছর				
		২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২
উৎপাদন	দুধ (লাখ মেট্রিক টন)	৯৪.০১	৯৯.২৩	১০৬.৮০	১১৯.৮৫	১৩০.৭৪
প্রাপ্যতা	দুধ (মিলি/জন/দিন)	১৫৮.১৯	১৬৫.০৭	১৭৫.৬৩	১৯৩.৩৮	২০৮.৬১

৭.১.২ মাংস উৎপাদন:

ন্যূনতম প্রাপ্যতার ভিত্তিতে বর্তমানে বাংলাদেশ মাংস উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ। গত ২০২১-২০২২ অর্থবছরে মাংস উৎপাদিত হয়েছে মোট ৯২.৬৫ লাখ মেট্রিক টন এবং মাংসের প্রাপ্যতা বেড়ে ১৪৭.৮৪ গ্রাম/দিন/জন এ উন্নীত হয়েছে। বিগত কয়েক বছর ধরে কোরবানির জন্য গবাদিপশু আমদানির কোন প্রয়োজন হয়নি। সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগে খামারিরা আগের তুলনায় গবাদিপশু হৃষ্টপুষ্টকরণে বেশ উৎসাহিত, যার দৃশ্যমান প্রতিফলন হয়েছে ২০২১ খ্রিস্টাব্দের ঈদ-উল-আযহার গবাদিপশুর হাটগুলোতে, শতভাগ দেশি গরুতে বদলে গেছে গবাদি-পশুর হাট, লাভবান হচ্ছে খামারিরা। গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন, ব্রাহমা জাতের মাংস উৎপাদনক্ষম গরুর সংযোজন ও সম্প্রসারণ এবং ব্যাপকহারে গরু হৃষ্টপুষ্টকরণের মাধ্যমে দেশের চাহিদা শতভাগ পূরণ করে বিদেশে রপ্তানি করার সুদূরপ্রসারী কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

মাংস উৎপাদন ও প্রাপ্যতার বিগত ৫ বছরের তুলনামূলক চিত্র:

প্রাণিজাত পণ্য		অর্থবছর				
		২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২
উৎপাদন	মাংস (লাখ মেট্রিক টন)	৭২.০৬	৭৫.১৪	৭৬.৭৪	৮৪.৪০	৯২.৬৫
প্রাপ্যতা	মাংস (গ্রাম/জন/দিন)	১২২.১০	১২৪.৯৯	১২৬.২০	১৩৬.১৮	১৪৭.৮৪

৭.১.৩ ডিম উৎপাদন:

২০২১-২০২২ অর্থবছরে ডিম উৎপাদিত হয়েছে মোট ২৩৩৫.৩৫ কোটি এবং ডিমের প্রাপ্যতা বেড়ে ১৩৬.০১টি জন/বছর এ উন্নীত হয়েছে। প্রতিবছরের ন্যায় এবারও গত ১১ অক্টোবর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দে "সুস্থ মেধাবী জাতি চাই, প্রতিদিনই ডিম খাই" প্রতিপাদ্য নিয়ে পালিত হয়েছে বিশ্ব ডিম দিবস। প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ, সুস্থ, সবল ও মেধাবী জাতি গঠন এবং সর্বোপরি ডিমের গুণাগুণ সম্পর্কে জনসচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ১৯৯৬ সাল থেকে যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে দিবসটি পালন করে আসছে। সরকারি হাঁস-মুরগির খামারে দেশের আবহাওয়া উপযোগী হাঁস-মুরগির বিশুদ্ধ জাত উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম জোরদারকল্পে সুদূরপ্রসারী কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

মাংস উৎপাদন ও প্রাপ্যতার বিগত ৫ বছরের তুলনামূলক চিত্র:

প্রাণিজাত পণ্য		অর্থবছর				
		২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২
উৎপাদন	ডিম (কোটি)	১৫৫২.০০	১৭১১.০০	১৭৩৬.০০	২০৫৭.৬৪	২৩৩৫.৩৫
প্রাপ্যতা	ডিম (টি/জন/বছর)	৯৫.২৭	১০৩.৮৯	১০৪.২৩	১২১.১৮	১৩৬.০১

"সুস্থ মেধাবী জাতি চাই, প্রতিদিনই ডিম খাই" প্রতিপাদ্য নিয়ে বর্ণাঢ্য আয়োজনে পালিত বিশ্ব ডিম দিবস ২০২১

৭.২ কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন:

৭.২.১ দেশীয় গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বর্তমানে সমগ্র দেশে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে প্রাণিসম্পদ হতে উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে গবাদি-পশুর উৎপাদনশীলতাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

৭.২.২ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর মোট ৪৪৬৪টির বেশি কৃত্রিম প্রজনন উপকেন্দ্র/পয়েন্ট স্থাপনের মাধ্যমে দেশব্যাপী কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। গবাদিপশুর জাত উন্নয়নে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে উৎপাদিত সিমেন এর পরিমাণ ছিল ৪৫.১৭ লক্ষ মাত্রা, পাশাপাশি কৃত্রিম প্রজননকৃত গাভীর সংখ্যা ৪২.৩৪ লক্ষ। কৃত্রিম প্রজননকৃত এ সকল গাভী হতে ১৬.৬২ লক্ষ সংকর জাতের বাচ্চা জন্ম নিয়েছে।

কেন্দ্রীয় গো-প্রজনন কেন্দ্র, সাভার, ঢাকায় উৎপাদিত বাংলাদেশের সর্বপ্রথম প্রুভেন বুল

৭.২.৩ গবাদিপশুর জাত উন্নয়নের মাধ্যমে দুধ ও মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশে প্রথম প্রুভেন বুল (Proven Bull) ঘোষণা করা হয়েছে। বর্তমানে প্রুভেন বুল এর সংখ্যা ০৮টি। এ সকল প্রুভেন বুল থেকে উৎপাদিত সিমেন জাত উন্নয়নে সমগ্র দেশে প্রেরণ করা হচ্ছে। একইসাথে গবাদিপশুর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২১-২০২২ অর্থবছর পর্যন্ত প্রুভেন বুল তৈরির লক্ষ্যে ৪২টি উচ্চ জেনেটিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন কেনডিডেট বুল উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রমের আওতায় সিমেন উৎপাদন, কৃত্রিম প্রজনন এবং সংকর জাতের বাছুর উৎপাদনের ৫ বছরের তুলনামূলক চিত্র:

গবাদিপশুর জাত উন্নয়নে কার্যক্রম	অর্থবছর				
	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২
সিমেন উৎপাদন (লক্ষ ডোজ)	৪২.৮৯	৪৪.৫১	৪৬.৭৪	৪৪.৪২	৪৫.১৭
কৃত্রিম প্রজননকৃত গাভীর সংখ্যা (লক্ষ)	৩৮.৪৫	৪১.২৮	৪৪.৪১	৪৩.৮১	৪২.৩৪
সংকর জাতের গবাদিপশুর বাছুর উৎপাদন (লক্ষ)	১২.২৬	১৩.১২	১৪.৭৮	১৬.৪৪	১৬.৬২

৭.৩ গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির চিকিৎসা প্রদান, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম:

৭.৩.১ চিকিৎসা কার্যক্রম:

গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির রোগের প্রকোপ প্রতিরোধে চিকিৎসা কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। প্রতি বছরের ন্যায় গত ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সারাদেশে প্রায় ১০.২৯ কোটি হাঁস-মুরগি, প্রায় ১.১৭ কোটি গবাদিপশুর এবং ৫৪১২৯টি পোষা প্রাণির চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে, যার ফলে দেশের প্রাণিস্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।

গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির চিকিৎসা প্রদান সংক্রান্ত বিগত ৫ বছরের চিত্র (মিলিয়ন):

কর্মকাণ্ড	অর্থবছর				
	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২
গবাদিপশুর চিকিৎসা (সংখ্যা)	১৯.২০	১১.৯৫	১০.৩০	১০.৯০	১১.৬৮
হাঁস-মুরগির চিকিৎসা (সংখ্যা)	১১৩.৯০	৯১.৫৯	৯০.৩০	৯৮.৪০	১০২.৮৫

৭.৩.২ জুনোটিক এবং ইমারজিং ও রি-ইমারজিং রোগ নিয়ন্ত্রণ:

বিশ্বের বহুদেশে পশুপাখি থেকে রোগ মানুষে ছড়িয়ে পড়ছে। বিশেষ করে এ্যানথ্রাক্স, বার্ড ফ্লু, সোয়াইন ফ্লু, জলাতঙ্ক, নিপা ভাইরাসসহ অনেক জুনোটিক রোগ ক্রমান্বয়ে পশু-পাখি থেকে মানুষে ছড়িয়ে পড়ছে। জুনোটিক রোগসমূহ পশু থেকে মানুষে যাতে ছড়িয়ে পড়তে না পারে সেজন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর রোগ নিয়ন্ত্রণ এবং নির্মূলের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। অধিকন্তু ট্রান্সবাউন্ডারি প্রাণিরোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণকল্পে দেশের জল, স্থল ও বিমানবন্দরসমূহে মোট ২৪ টি কোয়ারেন্টাইন স্টেশন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বর্তমানে কোয়ারেন্টাইন ষ্টেশনগুলোতে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৭.৩.৩ টিকা উৎপাদন ও সম্প্রসারণঃ

২০২১-২০২২ অর্থবছরে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের গবেষণা প্রতিষ্ঠান হতে উৎপাদিত গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির ১৭টি রোগের প্রায় ৩১.৯২ কোটি ডোজ টিকা প্রয়োগ করা হয়েছে, যা দিয়ে সারা দেশের প্রাণিস্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং উৎপাদন বৃদ্ধি নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে ।

গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির টিকা উৎপাদন ও টিকা প্রদান সংক্রান্ত বিগত ৫ বছরের চিত্র (মিলিয়ন):

কর্মকাণ্ড	অর্থবছর				
	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২
গবাদিপশুর টিকা উৎপাদন (সংখ্যা)	১৫.৯৪	১৮.৭৬	২২.০৫	২৩.১৪	২৩.৭৫
পোল্ট্রির টিকা উৎপাদন (সংখ্যা)	২৩০.৩২	২৫৬.১০	২৫৫.৪৩	২৮৭.০৯	২৯৬.৭২
গবাদিপশুর টিকা প্রদান (সংখ্যা)	১৫.৭৮	১৬.৫৩	১৮.৪৯	২২.১০	২৫.১৮
হাঁস-মুরগির টিকা প্রদান (সংখ্যা)	২৪৩.৩৯	২৪১.৪৮	২৪৯.৪৪	২৮৯.৫০	২৯৪.০৩

৭.৪. সরকারি খামারসমূহে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির বাচ্চা উৎপাদনঃ

৭.৪.১ হাঁস-মুরগির বাচ্চা ও ডিম উৎপাদনঃ

অধিদপ্তরাধীন ৫০টি হাঁস-মুরগির খামারে ৩৮.০৪ লক্ষ হাঁস-মুরগির বাচ্চা উৎপাদিত হয়েছে। তন্মধ্যে, খামারগুলোতে ৫.৭৪ লক্ষ হাঁস-মুরগির বাচ্চা পালন করা হয়েছে । অবশিষ্ট ১৫টি মুরগির খামার থেকে ১ দিনের ফাওমি ও সোনালি জাতের মুরগির বাচ্চা এবং ২১টি হাঁসের হ্যাচারি থেকে খাঁকী ক্যাম্বেল, জেনডিং ও বেইজিং জাতের হাঁসের বাচ্চা উৎপাদন করে কৃষকদের কাছে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হ্রাসকৃত মূল্যে বিক্রয় করা হয়েছে ।

আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন খামার ময়মনসিংহে হাঁস পালনের খন্ডচিত্র

৭.৪.২ গরু, ছাগল ও মহিষের বাচ্চা উৎপাদন:

২০২১-২০২২ অর্থবছরে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরাধীন খামারসমূহে গরুর ৭৪১টি বাছুর, ১৪৪৮টি ছাগলের বাচ্চা এবং ৭৭টি মহিষের বাচ্চা উৎপাদিত হয়েছে। সরকারি ছাগল উন্নয়ন খামার হতে ৭০৭টি প্রজনন পাঁঠা বিতরণ করা হয়েছে।

৭.৪.৩ দুধ ও ডিম উৎপাদন:

২০২১-২০২২ অর্থবছরে সরকারি ডেইরি খামারসমূহ হতে ১২.৩৫ লক্ষ লিটার দুধ উৎপাদিত হয় এবং হাঁস-মুরগির খামার হতে ১০২.০৩ লক্ষ ডিম উৎপাদিত হয়। ডেইরি খামার থেকে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে জনসাধারণের মধ্যে তরল দুধ বিক্রি করার পাশাপাশি খামারিদের খামার স্থাপনের পরামর্শ প্রদানসহ বিনামূল্যে ঘাসের কাটিং বিতরণ করা হয়।

৭.৫ প্রাণিপুষ্টি গবেষণাগার প্রদত্ত পশুখাদ্য বিশ্লেষণ সেবা প্রদান:

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরস্থ কেন্দ্রীয় প্রাণিপুষ্টি গবেষণাগার থেকে পশুখাদ্য বিশ্লেষণ বিশেষ করে পশুখাদ্যে আর্দ্রতা, আমিষ, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও ক্যালরির পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বিশ্লেষণকৃত পশুখাদ্য নমুনার সংখ্যা ছিল ৫২৯১টি এবং বিশ্লেষণকৃত পুষ্টি উপাদানের সংখ্যা ছিল ১৭৫১৬টি। পশু খাদ্যে উপকরণ, বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদিত পশুখাদ্যের ফিড এডিটিভস এর গুণগত মাননিয়ন্ত্রণ এবং পুষ্টিমান নিশ্চিতকল্পে প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ ও প্রাণিজাত খাদ্যের মাননিয়ন্ত্রণ গবেষণাগারের কার্যক্রম চালু হয়েছে।

সাভারে অবস্থিত প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ ও প্রাণিজাত খাদ্যের মাননিয়ন্ত্রণ গবেষণাগার

৭.৬ চলমান উন্নয়ন প্রকল্প:

প্রাণিসম্পদের কাঙ্ক্ষিত ও সহনশীল উন্নয়নের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার প্রথম থেকেই বিনিয়োগ বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ১৬টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। এ সকল প্রকল্পের আওতায় প্রাণিজ আমিষের টেকসই উৎপাদন নিশ্চিত করার পাশাপাশি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বাজার ব্যবস্থা জোরদারকরণ, প্রাণিজাত পণ্যের Value Addition এবং পশুবীমা চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। টেকসই উৎপাদন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশ দুধ, মাংস ও ডিমে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পাশাপাশি মেধাবী জাতি গঠনে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বপ্নের বাংলাদেশ ২০৪১ সালের মধ্যেই উন্নত দেশে পরিণত হবে।

৭.৭ রমজান মাস ও পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিপ্তরের কার্যক্রমঃ

পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষ্যে নিম্ন আয়ের মানুষের নিরাপদ প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ ও দ্রব্যমূল্য সহনীয় রাখার লক্ষ্যে ঢাকা মহানগরীর ১৫টি স্থানে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ভ্রাম্যমাণ বিক্রয়কেন্দ্রের মাধ্যমে সুলভ মূল্যে দুধ, ডিম ও মাংস সরবরাহ করেছে। প্রতি লিটার দুধ ৬০ টাকা, প্রতি কেজি গরুর মাংস ৫৫০ টাকা, খাসির মাংস ৮০০ টাকা, ড্রেসড ব্রয়লার ২০০ টাকা এবং ডিম প্রতিটি প্রায় ৭ টাকা মূল্যে গত ০৩-৩০ এপ্রিল/২০২২ খ্রিষ্টাব্দ মোট ২৭ দিনে ৬৬,৮৪০ লিটার দুধ, ২৯,০৭৫ কেজি গরুর মাংস, ২,১৬৮ কেজি খাসির মাংস, ১৭,৩২৬ কেজি ড্রেসড ব্রয়লার এবং ৫,৭৮,৩৫০টি ডিম ভোক্তাগণের নিকট সরবরাহ করা হয়েছে। উক্ত কার্যক্রমের আওতায় মোট ৯৮,১০৮ জন ভোক্তা সাকুল্যে ২.৯২ কোটি টাকার প্রাণিজ পণ্য সুলভ মূল্যে ক্রয় করতে পেরেছেন।

পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ভ্রাম্যমাণ বিক্রয়কেন্দ্র

দেশীয় উৎস থেকে কোরবানির পশুর চাহিদা পূরণের তাগিদ, আধুনিক হৃষ্টপুষ্টকরণ প্রযুক্তির প্রয়োগ ও হৃষ্টপুষ্টকরণ খামারের বাণিজ্যিক সম্প্রসারণ ঘটায় আমদানি-নির্ভর কোরবানির পশুর বাজার স্বনির্ভরতা অর্জন করেছে। ঈদুল-আযহা/২০২১ উদযাপনে প্রস্তুতির অংশ হিসেবে দেশে কোরবানিযোগ্য গবাদিপশু প্রস্তুত ছিল ১.১৯ কোটি এবং কোরবানি হয়েছে ০.৯১ কোটি। ২০২১ সালে কোরবানির পশুর বাজারে ৪৬৪৩০.০৫ কোটি টাকা লেনদেন হয়েছে, যার সিংহভাগ গ্রামীণ অর্থনীতিতে সংযুক্ত হয়েছে। করোনা প্রাদুর্ভাবকালে ঈদুল-আযহা/২০২১ উপলক্ষ্যে প্রান্তিক কৃষকের উৎপাদিত কোরবানিযোগ্য গবাদিপশু বিক্রয় নিশ্চিতকরণে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সার্বিক সহযোগিতায় অনলাইন প্লাটফর্মের আওতায় ২৭৩৫.১১ কোটি টাকা মূল্যের ৩.৮৭ লক্ষ গবাদিপশু বিক্রয় হয়েছে।

৭.৮ জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ উদযাপনঃ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক গত ২৩-২৯ এপ্রিল ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে ‘সঠিক পুষ্টিতে সুস্থ জীবন’ প্রতিপাদ্যে জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ পালন করা হয়েছে। পুষ্টি সপ্তাহ উপলক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার সমন্বয়ে ‘সঠিক পুষ্টি ও মেধা নিশ্চিতে দুধ, ডিম ও মাংসের ভূমিকা’ শীর্ষক কেন্দ্রীয় কর্মশালার আয়োজন করে। সপ্তাহব্যাপী এ কার্যক্রমে ঢাকা মহানগরীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে সুলভ মূল্যে দুধ, ডিম ও মাংস বিক্রি সম্প্রসারণ, বিভাগীয় পর্যায়ে বর্ণাঢ্য র‌্যালি আয়োজন, জেলা পর্যায়ে প্রাণিজ পুষ্টি বিষয়ক জনসচেতনতামূলক সভা এবং নিম্ন আয়ের মানুষের মাঝে দুধ/ডিম বিতরণ, উপজেলা পর্যায়ে পারিবারিক পুষ্টি ও প্রাণিজাত পণ্যের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে উঠান বৈঠকের আয়োজন করা হয়।

এ ছাড়াও জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ উপলক্ষ্যে লিফলেট প্রকাশ ও দেশব্যাপী বিতরণ এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারণা চালানো হয়।

জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ উপলক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সেমিনার ও আলোচনা সভা

জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ উপলক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সেমিনার ও আলোচনা সভা

জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ উপলক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের উঠান বৈঠক র‍্যালি ও দুধ-ডিম বিতরণ

৭.৯ মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক:

'শেখ হাসিনার উপহার, প্রাণির পাশেই ডাক্তার' স্লোগানকে সামনে রেখে খামারির দোরগোড়ায় জরুরী ভেটেরিনারি চিকিৎসা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ৬১টি মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক চালু করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে দেশের ৬১ টি জেলার (৩টি পার্বত্য জেলা ব্যতিরেকে) সকল উপজেলায় ভেটেরিনারি চিকিৎসা ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম খামারির আঙ্গিনা পর্যন্ত পৌঁছানোর লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় 'মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক' সরবরাহের কার্যক্রম চলমান আছে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও সচিব মহোদয়ের মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক বিতরণ

৮. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (APA) বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের সাথে মাঠপর্যায়ের পরিচালকগণের গত ২৪ জুন, ২০২১ খ্রি. তারিখে ৫টি কৌশলগত উদ্দেশ্যের আওতায় মোট ২৮টি কার্যক্রম নিয়ে ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পরবর্তীতে ২৮ জুন, ২০২১ খ্রি. তারিখে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের উপস্থিতিতে সম্মানিত সচিব মহোদয়ের সাথে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। নিম্নে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী ২০২১-২০২২ অর্থবছরের অর্জনসমূহ ছকে উপস্থাপন করা হলো:

কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র	কর্মসম্পাদন ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা নির্ণায়ক (২০২১-২২)	অর্জন	অর্জনের হার, %
১. গবাদিপশু-পাখির উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি	২২	১.১ গবাদিপশুর জাত উন্নয়নে সিমেন উৎপাদন	উৎপাদিত সিমেন	মাত্রা (লক্ষ)	৫	৪৪.০০	৪৫.১৭	১০২.৬৬
		১.২ কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণ	প্রজননের সংখ্যা	সংখ্যা (লক্ষ)	৫	৪০.০০	৪২.৩৪	১০৫.৮৫
		১.৩ ছাগল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারি প্রজনন কেন্দ্রে প্রাকৃতিক ছাগী প্রজনন	প্রজনন কৃত ছাগী	সংখ্যা	১	২৯.০০	২৯৮২	১০২.৮৩
		১.৪ সরকারি খামারে গাভীর বাছুর উৎপাদন	উৎপাদিত বাছুর	সংখ্যা	১	৬৫০	৮১৮	১২৫.৮৫
		১.৫ সংকর জাতের গবাদিপশুর বাছুরের তথ্য সংগ্রহ	তথ্য সংগৃহীত বাছুর	সংখ্যা (লক্ষ)	৪	১৫	১৬.৬১	১১০.৭৩
		১.৬ সরকারি খামারে ছাগলের বাচ্চার উৎপাদন	উৎপাদিত বাচ্চা	সংখ্যা	১	১৫০০	১৫৪৮	৯৬.৫৩
		১.৭ সরকারি খামারে একদিনের হাঁস মুরগির বাচ্চা উৎপাদন	উৎপাদিত বাচ্চা	সংখ্যা (লক্ষ)	৩	৪০.০০	৩৮.০৩	৯৫.০৮
		১.৮ পশু খাদ্য নমুনা পরীক্ষাকরণ	পরীক্ষিত নমুনা	সংখ্যা	২	৪০০০	৫২৯১	১৩২.২৮
২. গবাদিপশু-পাখির রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ	২১	২.১ টিকা উৎপাদন	উৎপাদিত টিকা	মাত্রা (কোটি)	৪	৩২.০০	৩২.০৪	১০০.১৩
		২.২ টিকা প্রদান সম্প্রসারণ	টিকা প্রয়োগকৃত পশু পাখির সংখ্যা	সংখ্যা কোটি)	৪	৩০.০০	৩১.৯২	১০৬.৩৮
		২.৩ রোগ নির্ণয় করা	পরীক্ষিত নমুনা	সংখ্যা	৩	৮০০০০	৮৬৭২৪	১০৮.৪১
		২.৪ গবাদিপশুর চিকিৎসা প্রদান	চিকিৎসাকৃত পশু	সংখ্যা (কোটি)	৩	১.১০	১.১৬	১০৫.৮২
		২.৫ হাঁস-মুরগির চিকিৎসা প্রদান	চিকিৎসাকৃত হাঁস-মুরগি	সংখ্যা (কোটি)	২	৯.০০	১০.২৮	১১৪.১৯

কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র	কর্মসম্পাদন ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা নির্ণায়ক (২০২১-২২)	অর্জন	অর্জনের হার, %
		২.৬ পোষাপ্রাণির চিকিৎসা প্রদান	চিকিৎসাকৃত পোষাপ্রাণি	সংখ্যা	১	৩৫০০০	৫৪১২৯	১৫৪.৬৫
		২.৭ গবাদিপশু-পাখির রোগ অনুসন্ধানে নমুনা সংগ্রহ ও গবেষণাগারে প্রেরণ	প্রেরিত নমুনা	সংখ্যা	১	৪৬০০০	৪৭০৯০	১০২.৩৭
		২.৮ গবাদিপশু-পাখির ডিজিজ সার্ভিল্যান্স	সার্ভিল্যান্সকৃত সংখ্যা	সংখ্যা	২	৮০০০	৯১৪৭	১১৪.৩৪
		২.৯ ফ্রি ভেটেরিনারি মেডিক্যাল ক্যাম্প স্থাপন	স্থাপনকৃত ভেটেরিনারি ক্যাম্প	সংখ্যা	১	৩৫০০	৪২৪৬	১২১.৩১
৩. মানবসম্পদ উন্নয়ণ ও কর্মসংস্হানের সুযোগ সৃষ্টি	১৩	৩.১ খামারিদের প্রশিক্ষণ প্রদান	প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত খামারী	জন (লক্ষ)	৩	২.০০	২.৮৬	১৪৩.২০
		৩.২ মাংস প্রক্রিয়াজাতকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মাংস প্রক্রিয়াজাতকারী	জন (সংখ্যা)	২	১৫০০০	১৮০৪৫	১২০.৩০
		৩.৩ গবাদিপশু-পাখি পালনে সক্ষমতা বৃদ্ধিতে উঠান বৈঠকের আয়োজন	আয়োজিত উঠান বৈঠক	সংখ্যা	৩	২৬০০০	২৭২৬৭	১০৪.৮৭
			উঠান বৈঠকে অংশগ্রহণকারী	জন (লক্ষ)	২	৩.১০	৩.৫১	১১৩.২৩
		৩.৪ স্হায়ী ঘাস চাষ সম্প্রসারণ	স্হায়ী ঘাস চাষকৃত জমি	একর	৩	৫৫০০	৭৩২৪.৯০	১৩৩.১৮

কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র	কর্মসম্পাদন ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা নির্ণায়ক (২০২১-২২)	অর্জন	অর্জনের হার, %
৪. নিরাপদ প্রাণিজাত পণ্য (দুধ, মাংস ও ডিম) উৎপাদন, আমদানী ও রপ্তানি বৃদ্ধিতে সহায়তা	১১	৪.১ খামার/ফিডমিল/ হ্যাচারি পরিদর্শন	পরিদর্শনকৃত খামার/ফিডমিল/ হ্যাচারি	সংখ্যা	৩	৫১০০০	৬১৮০৮	১২১.১৯
		৪.২ পোল্ট্রি খামার রেজিস্ট্রেশন ও নবায়ন	রেজিস্ট্রিকৃত খামার	সংখ্যা	২	১২০০	১৮৮৫	১৫৭.০৮
		৪.৩ গবাদিপশুর খামার রেজিস্ট্রেশন ও নবায়ন	রেজিস্ট্রিকৃত খামার	সংখ্যা	২	২৪০০	৪৫২৬	১৮৮.৫৮
		৪.৪ ফিডমিল এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান রেজিস্ট্রেশন ও নবায়ন	রেজিস্ট্রেশনকৃত ফিডমিল এবং প্রতিষ্ঠান	সংখ্যা	২	২৫০	২৫৬	১০২.৪০
		৪.৫ প্রাণিসম্পদ বিষয়ক বিভিন্ন আইন প্রয়োগে মোবাইল কোর্ট বাস্তবায়ন	বাস্তবায়িত মোবাইল কোর্ট	সংখ্যা	২	৬৫০	৭৩৭	১১৩.৩৮
৫. গবাদিপশু-পাখির জেনেটিক রিসোর্স সংরক্ষণ ও উন্নয়ন	৩	৫.১ প্রজনন পাঁঠা বিতরণ	বিতরণকৃত পাঁঠা	সংখ্যা	২	৭০০	৭০৭	১০১.০০
		৫.২ ব্রিডিং বুল তৈরি	তৈরিকৃত বুল		১	৪০	৪২	১০৫.০০

মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহের সাথে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এর ২০২১-২০২২ অর্থবছরের APA চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

০৯. Sustainable Development Goals (SDG) অর্জনের অগ্রগতি:

পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ এর ম্যাপিং অনুযায়ী প্রাণিসম্পদ সেক্টর টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টে মোট ৯টি অভীষ্ট এবং ২৮টি লক্ষ্যমাত্রার সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত। ইতোমধ্যে এসডিজি অভীষ্ট-১ এবং ২ অর্জনকল্পে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর বেশ কয়েকটি সুনির্দিষ্ট প্রকল্প গ্রহণ করেছে, যা ক্ষুধা ও দারিদ্যমুক্ত বাংলাদেশ গঠনে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। "Leave no One Behind" এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে সকলের জন্য নিরাপদ পুষ্টি নিশ্চিতকরণ এবং দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর SDG অর্জনে সুনির্দিষ্ট কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করে সে অনুযায়ী টেকসই উৎপাদন ব্যবস্থা নিশ্চিতকল্পে কাজ করে যাচ্ছে। নিম্নে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট SDG এর বিভিন্ন অভীষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রার বিবরণ উপস্থাপন করা হলো:

অভীষ্ট নম্বর (Goal No.)	অভীষ্ট (Goals)	কো-লিড/এসোসিয়েট লক্ষ্যমাত্রাসমূহ (Targets)
১	সর্বত্র সব ধরনের দারিদ্র্যের অবসান	১.১ ২০৩০ সালের মধ্যে, সর্বত্র সকল মানুষের জন্য, বর্তমানে দৈনন্দিন মাথাপিছু আয় ১.২৫ ডলারের কম এ সংজ্ঞানুযায়ী পরিমাপকৃত চরম দারিদ্র্যের সম্পূর্ণ অবসান।
		১.২ জাতীয় সংজ্ঞানুযায়ী চিহ্নিত যেকোন ধরনের দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাসকারী সকল বয়সের নারী, পুরুষ ও শিশুর সংখ্যা ২০৩০ সালের মধ্যে কমপক্ষে অর্ধেকে নামিয়ে আনা।
		১.৩ ন্যূনতম সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধার নিশ্চয়তাসহ সকলের জন্য জাতীয়ভাবে উপযুক্ত সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা ও সংশ্লিষ্ট পদক্ষেপের বাস্তবায়ন এবং ২০৩০ সালের মধ্যে দরিদ্র ও অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশকে এ ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে আসা।
		১.৪ ২০৩০ সালের মধ্যে সকল নারী ও পুরুষ, বিশেষ করে দরিদ্র ও অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর অনুকূলে অর্থনৈতিক সম্পদ ও মৌলিক সেবা সুবিধা, জমি ও অপরাপর সম্পত্তির মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ, উত্তরাধিকার, প্রাকৃতিক সম্পদ, লাগসই নতুন প্রযুক্তি এবং ক্ষুদ্র ঋণসহ আর্থিক সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

অভীষ্ট নম্বর (Goal No.)	অভীষ্ট (Goals)	কো-লিড/এসোসিয়েট লক্ষ্যমাত্রাসমূহ (Targets)
		১.৫ ২০৩০ সালের মধ্যে দরিদ্র ও অরক্ষিত পরিস্থিতিতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর অভিঘাতসহনশীলতা বিনির্মাণ এবং জলবায়ু সম্পৃক্ত চরম ঘটনাবলি ও অন্যান্য অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত অভিঘাত ও দুর্যোগে তাদের আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হবার ঝুঁকি কমিয়ে আনা।
২	ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন এবং টেকসই কৃষির প্রসার	২.১ ২০৩০ সালের মধ্যে সকল মানুষ, বিশেষ করে অরক্ষিত পরিস্থিতিতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী, দরিদ্র জনগণ ও শিশুদের জন্য বিশেষ অগ্রাধিকারসহ বছরব্যাপী নিরাপদ, পুষ্টিকর ও পর্যাপ্ত খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করে ক্ষুধার অবসান ঘটানো।
		২.২ ২০২৫ সালের মধ্যে অনুর্ধ্ব ৫ বছর বয়সী খর্বকায় ও বিকাশরুদ্ধ শিশুবিষয়ক আন্তর্জাতিকভাবে সম্মত সকল অভীষ্ট অর্জন এবং কিশোরী, গর্ভবতী ও স্তন্যদায়ী নারী ও বয়স্ক জনগোষ্ঠীর পুষ্টি চাহিদা পূরণসহ ২০৩০ সালের মধ্যে সকল ধরনের অপুষ্টির অবসান।
		২.৩ ২০৩০ সালের মধ্যে ক্ষুদ্র পরিসরে খাদ্য উৎপাদনকারী, বিশেষ করে নারী, আদিবাসী জনগোষ্ঠী, পারিবারিক কৃষক, পশুপাখি পালনকারী ও মৎস্যচাষীদের আয় ও কৃষিজ উৎপাদনশীলতা দ্বিগুণ করা এবং এই লক্ষ্যে ভূমি, অন্যান্য উৎপাদনশীল সম্পদ ও উপকরণ, জ্ঞান, আর্থিক সেবা, বিপণন, মূল্য সংযোজনের সুযোগ ও কৃষি-বহির্ভূত কর্মসংস্থানে তাদের নিরাপদ (সুরক্ষিত) ও সমান সুযোগ নিশ্চিত করা সহ অন্যান্য উদ্যোগ গ্রহণ।
		২.৪ ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা এবং অভিঘাতসহনশীল এমন একটি কৃষিরীতি বাস্তবায়ন করা যা উৎপাদনশীলতা ও উৎপাদন বৃদ্ধি করে, বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণে সহায়ক, জলবায়ু পরিবর্তন, চরম আবহাওয়া, খরা, বন্যা ও অন্যান্য দুর্যোগে অভিযোজনের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে, এবং যা ভূমি ও মৃত্তিকার গুণগত মানের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি সাধন করে।
		২.৫ ২০২০ সালের মধ্যে বীজ, আবাদযোগ্য শস্য প্রজাতি এবং খামারে ও গৃহে পালনযোগ্য গবাদিপশু ও এদের সমগোত্রীয় বন্য প্রজাতির জিনগত বৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা যার অন্যতম উপায় হবে জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত বহুমুখী বীজ ও উদ্ভিদ ব্যাংকের ব্যবহার এবং আন্তর্জাতিক ঐকমত্য অনুসারে, কৌলিক (জেনেটিক) সম্পদ ও সংশ্লিষ্ট ঐতিহ্যলালিত জ্ঞানের ব্যবহার হতে উদ্ভূত সুযোগ সুবিধার সুষ্ঠু ও সমান অংশীদারিতার পথ সুগম করা।
		২ক উন্নয়নশীল দেশগুলোতে, বিশেষ করে স্বল্পোন্নত দেশসমূহে কৃষি উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গ্রামীণ অবকাঠামো, কৃষি গবেষণা ও সম্প্রসারণ সেবা, প্রযুক্তি উন্নয়ন, উদ্ভিদ ও প্রাণিসম্পদের জিনভাণ্ডার সমৃদ্ধ করতে বর্ধিত আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সহ বিনিয়োগ বৃদ্ধি। ২খ দোহা উন্নয়ন রাউন্ডের ঘোষণা অনুযায়ী কৃষিপণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে সকল ধরনের ভর্তুকি ও রপ্তানি সংশ্লিষ্ট অনুরূপ সকল ব্যবস্থা রহিতকরণসহ অপরাপর ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে বৈশ্বিক কৃষিবাজারের বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট বিধি-নিষেধ ও বিচ্যুতির সংশোধন ও মোকাবিলা।

অভীষ্ট নম্বর (Goal No.)	অভীষ্ট (Goals)	কো-লিড/এসোসিয়েট লক্ষ্যমাত্রাসমূহ (Targets)
৩	সকল মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণ	৩.৩ ২০৩০ সালের মধ্যে এইডস, যক্ষ্মারোগ, ম্যালেরিয়া ও উপেক্ষিত গ্রীষ্মমণ্ডলীয় রোগসমূহের মহামারীর অবসান ঘটানো এবং হেপাটাইটিস, পানিবাহিত রোগ ও অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধির মোকাবেলা করা।
৮	সকলের জন্য পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং শোভন কর্ম সুযোগ সৃষ্টি এবং স্থিতিশীল, অর্ন্তভুক্তিমূলক এবং টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন	৮.১ জাতীয় পরিস্থিতি অনুযায়ী মাথাপিছু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বজায় রাখা এবং বিশেষ করে, স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে বার্ষিক ন্যূনতম ৭ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন।
		৮.২ উচ্চ-মূল্য সংযোজনী ও শ্রমঘন খাতগুলোতে বিশেষ গুরুত্ব প্রদানসহ বহুমুখিতা, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও উদ্ভাবনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতার উচ্চতর মান অর্জন।
		৮.৪ উন্নত দেশগুলোর নেতৃত্বে টেকসই উৎপাদন ও ভোগ বিষয়ক কর্মসূচির ১০ বছর মেয়াদি কাঠামো অনুযায়ী ২০৩০ সাল অবধি ভোগ ও উৎপাদনে বৈশ্বিক সম্পদ-দক্ষতার ক্রমাগত উন্নতি সাধন এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি যেন পরিবেশগত অবক্ষয়ের কারণ না হয় তা নিশ্চিত করতে সচেষ্ট থাকা।
৯	অভিঘাতসহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ অন্তর্ভূক্তিমূলক ও টেকসই শিল্পায়নের প্রবর্ধন এবং উদ্ভাবনার প্রসারণ	৯.৫ ২০৩০ সালের মধ্যে উদ্ভাবনাকে উৎসাহিত করা এবং প্রতি মিলিয়ন জনে গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়ানো এবং সরকারি ও বেসরকারি খাতে গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যয় বৃদ্ধিসহ সকল দেশে, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বৈজ্ঞানিক গবেষণা তৎপরতা বৃদ্ধি এবং শিল্পখাতের প্রযুক্তিগত সক্ষমতার উন্নতিসাধন।
১০	অন্তঃ ও আন্তঃ দেশীয় অসমতা কমিয়ে আনা	১০.১ ২০৩০ সালের মধ্যে আয়ের দিক থেকে সর্বনিম্ন পর্যায়ে অবস্থানকারী ৪০% জনসংখ্যার আয়ের প্রবৃদ্ধি হার পর্যায়ক্রমে জাতীয় গড় আয়ের চেয়ে বেশি অর্জন করা এবং অর্জিত হার বজায় রাখা।
		১০.২ বয়স, লিঙ্গ, অসামর্থ্য (প্রতিবন্ধিতা), জাতিসত্তা, নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, উৎস (জন্মস্থান), ধর্ম অথবা অর্থনেতিক বা অন্যান্য অবস্থা নির্বিশেষে ২০৩০ সালের মধ্যে সকলের ক্ষমতায়ন এবং এদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, ও রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তির প্রবর্ধন।
১২	পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদন ধরন নিশ্চিত করা	১২.১ উন্নয়নশীল দেশসমূহের উন্নয়ন ও সক্ষমতার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে টেকসই উৎপাদন ও ভোগ বিষয়ক কর্মসূচির ১০ বছর মেয়াদি কাঠামো বাস্তবায়নে সকল দেশ কর্তৃক কর্মব্যবস্থা গ্রহণ যাতে অগ্রণী ভূমিকা থাকবে উন্নত দেশগুলোর।

অভীষ্ট নম্বর (Goal No.)	অভীষ্ট (Goals)	কো-লিড/এসোসিয়েট লক্ষ্যমাত্রাসমূহ (Targets)
		১২.৩ খুচরা বিক্রেতা ও ভোক্তা পর্যায়ে মাথাপিছু বৈশ্বিক খাদ্য অপচয়ের পরিমাণ ২০৩০ সালের মধ্যে অর্ধেকে নামিয়ে আনা এবং ফসল আহরণোত্তর লোকসান (অপচয়) সহ উৎপাদন ও সরবরাহ শৃঙ্খলের বিভিন্ন পর্যায়ে খাদ্যপণ্য বিনষ্ট হবার পরিমাণ কমানো।
১৫	স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের পুনরুদ্ধার ও সুরক্ষা প্রদান এবং টেকসই ব্যবহারে পৃষ্ঠপোষণা, টেকসই বন ব্যবস্থাপনা, মরুকরণ প্রক্রিয়ার মোকাবেলা, ভূমির অবক্ষয় রোধ ও ভূমি সৃষ্টি প্রক্রিয়ার পুনরুজ্জীবন এবং জীববৈচিত্র্য হ্রাস প্রতিরোধ	১৫.১ ২০২০ সালের মধ্যে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তির বাধ্যবাধকতার সাথে সঙ্গতি রেখে, বিশেষ করে বন, জলাভূমি, পাহাড় ও শুষ্ক ভূমিতে স্থলজ ও অভ্যন্তরীণ স্বাদু পানির বাস্তুতন্ত্র ও সেগুলো হতে আহরিত সুবিধাবলির সংরক্ষণ, পুনরুদ্ধার ও টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করা।
		১৫.৫ প্রাকৃতিক আবাসস্থলগুলোর অবক্ষয় হ্রাস করার জন্য জরুরিভিত্তিতে অর্থবহ পদক্ষেপ গ্রহণ, জীববৈচিত্র্যের ক্ষয়রোধ এবং ২০২০ সালের মধ্যে বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতিসমূহের বিলোপ প্রতিরোধ ও সুরক্ষাদান।
		১৫.৬ আন্তর্জাতিক সমঝোতা অনুযায়ী জিনগত (জেনেটিক) সম্পদ ব্যবহার থেকে আহরিত সুবিধাবলির স্বচ্ছ ও ন্যায্য বন্টন এবং এ ধরনের সম্পদে যথোপযুক্ত প্রবেশাধিকার প্রবর্ধন।
		১৫.৭ সংরক্ষিত উদ্ভিদ ও প্রাণি প্রজাতির চোরাশিকার ও পাচারের অবসানকল্পে আশু ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বন্যপ্রাণিজাত অবৈধ পন্যেও চাহিদা ও সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ।
		১৫.৮ ২০২০ সালের মধ্যে স্থলজ ও জলজ বাস্তুতন্ত্রে বহিরাগত অনুপ্রবেশকারী প্রজাতির বিরূপ প্রভাব দৃশ্যমান উপায়ে কমিয়ে আনা ও এদের বিস্তার রোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ এবং অধিক ক্ষতিকর প্রজাতিগুলোর নিয়ন্ত্রণ বা উচ্ছেদ সাধন।
১৭	টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব উজ্জীবিতকরণ ও বাস্তবায়নের উপায়সমূহ শক্তিশালী করা	১৭.৮ ২০১৭ সালের মধ্যে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য পুরোদমে প্রযুক্তি ব্যাংক চালুসহ বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন সক্ষমতা বিনির্মাণ প্রক্রিয়া কার্যকর করা এবং সহায়ক প্রযুক্তি, বিশেষ করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানো।
		১৭.১৮ আয়, লিঙ্গ, বয়স, জাতিসত্তা, নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, অভিবাসন, অসামর্থ্য (প্রতিবন্ধিতা) ও ভৌগোলিক অবস্থান এবং জাতীয় প্রেক্ষাপটে প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিসামষ্টিকৃত (বিভাজিত) উন্নতমানের, সময়োপযোগী ও নির্ভরযোগ্য তথ্য উপাত্তের প্রাপ্যতা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২০ সালের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বিশেষ করে স্বল্পোন্নত দেশ ও উন্নয়নশীল ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্রগুলোতে সক্ষমতা বিনির্মাণ সহায়তা বৃদ্ধি করা।

১০. অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিবরণ:

নিম্নের ছকে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিবরণ দেওয়া হলো:

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহের নাম	অডিট আপত্তি		ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	১৩৮	১০২.৬৫১১	১৭৩	১১০	৯৩.৯৮৫	২৮	৮.৬৬৬১
সর্বমোট		১৩৮	১০২.৬৫১১	১৭৩	১১০	৯৩.৯৮৫	২৮	৮.৬৬৬১

২০২১-২০২২ অর্থবছরে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সর্বমোট ১০৩টি অডিট আপত্তির মধ্যে ৯৩টি নিষ্পত্তি হয়েছে। নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তির টাকার পরিমাণ ২০.৩২ কোটি টাকা।

১১. মানবসম্পদ উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ:

২০২১-২২ অর্থবছরে প্রাণিসম্পদ অধীদপ্তরাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ২,৭৯৪ জন কর্মকর্তা-কর্মচারিকে অফিস ব্যবস্থাপনা, দক্ষতা উন্নয়ন, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, সিটিজেন চার্টার অবহিতকরণ, ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, সিটিজেন চার্টার অবহিতকরণ, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, SDG, APAMS সফটওয়্যার ও ই-নথি ব্যবস্থাপনা, U2C, Herd Production & Health Management খাদ্য নিরাপত্তা, কোল্ড চেইন ও লাম্পি স্কিন ডিজিজ ব্যবস্থাপনা, তথ্য প্রযুক্তি, ম্যাসটাইটিস, রিপ্রডাক্টিভ ও মেটাবলিক ডিজিজ ব্যবস্থাপনা, অর্থ ব্যবস্থাপনা, তথ্য অধিকার এবং প্রাণিসম্পদ সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি ও বাস্তবায়ন কৌশল বিষয়ে ইন-হাউস প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও, প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে প্রাণিস্পদ অধিদপ্তরের ১৭ জন কর্মকর্তা বিদেশ হতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

১১.১ দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি:

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর লক্ষ লক্ষ বেকার যুবক, যুব মহিলা, ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষককে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালনে সম্পৃক্ত করে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বেকারত্ব দূরীকরণ ও ভাগ্য পরিবর্তনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক মোট ২.৮৭ লক্ষ বেকার যুবক, যুব-মহিলা, দুস্থ মহিলা, ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষককে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বেকারত্ব ঘোচানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। গবাদিপশু পালনে সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে আয়োজিত উঠান বৈঠকের সংখ্যা ২৭২৬৭টি এবং উঠান বৈঠকে অংশগ্রহণকারী খামারী ৩.৫১ লক্ষ জন। দারিদ্র বিমোচন ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনের লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ:

- স্বাস্থ্যসম্মত ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ;
- ক্ষুদ্র খামারিদের জন্য বাণিজ্যিক লেয়ার ও ব্রয়লার পালন মডেল;
- স্ল্যাট/স্লট পদ্ধতিতে ছাগল পালন বাংলাদেশের সাধারণত উন্মুক্ত অবস্থায় ছাগল পালন;
- গ্রামীণ পরিবেশে হাঁস পালন প্রযুক্তি;
- পারিবারিক পর্যায়ে কোয়েল/টার্কি/খরগোশ/কবুতর পালন প্রযুক্তি।

১১.২ মানব সম্পদ উন্নয়ন ও কারিগরী শিক্ষার প্রসার:

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আওতাধীন ঝিনাইদহ সরকারি ভেটেরিনারি কলেজ ও সিরাজগঞ্জ সরকারি ভেটেরিনারি কলেজে ভেটেরিনারি শিক্ষা কার্যক্রম চলমান আছে। এছাড়া, সাব-প্রফেশনাল জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে ৫টি ইনস্টিটিউট অব লাইভস্টক সায়েন্স এন্ড টেকনোলোজি (ILST)-তে Diploma in Livestock কোর্সে শিক্ষা কার্যক্রম চলমান আছে। যার মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে দক্ষ জনবল তৈরি করার পাশাপাশি আত্মকর্মসংস্থানের বিশাল সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মদক্ষতা উন্নয়নে ভবিষ্যতে বিভিন্ন কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

১২. ইনোভেশন কার্যক্রম:

- ২৬টি ইনোভেশন কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং ই-ভেট সার্ভিস বাস্তবায়িত;
- Digitalization of Artificial Insemination Service শীর্ষক ইনোভেশন উদ্যোগটি এটুআই কর্তৃক প্রাথমিকভাবে নির্ধারিত হয়েছে। ঝালকাঠি জেলার নলছিটি উপজেলায় এই কার্যক্রম চলমান আছে;
- ৮০টি উপজেলার ৮০টি ইউনিয়নে প্রাণিস্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে এবং উক্ত কেন্দ্রগুলোতে সেবাদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- SMS সার্ভিস চলমান রয়েছে-প্রাণিসম্পদের নানাবিধ কার্যক্রম ১৬৩৫৮ নম্বারে এসএমএস করে বিনামূল্যে সেবা পাওয়ার কার্যক্রম চলমান আছে;
- নূতন উদ্ভাবনী ধারণা ক্যাটাগরিতে ল্যাবরেটরি পরীক্ষার মাধ্যমে গাভীর গর্ভাবস্থা নির্ণয় করা হচ্ছে;
- পোর্টেবল আল্ট্রাসনোগ্রাম মেশিনের মাধ্যমে গর্ভাবস্থা নির্ণয় করা হচ্ছে।

১৩. আই সি টি/ ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম:

- ডিজিটালাইজেশন করার অংশ হিসেবে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটটিতে (www.dls.gov.bd) অনলাইন মাসিক/ত্রৈমিসিক প্রতিবেদন প্রদান, চাকুরির বিজ্ঞপ্তি, টেন্ডার, বদলির আদেশ এবং অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট সর্বশেষ তথ্য হালনাগাদ করা হচ্ছে;
- ই-রিক্রুটমেন্ট সিস্টেম প্রবর্তন, ই-ফাইলিং এবং ই-জিপি প্রবর্তনের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নিয়মিত কাজের স্বচ্ছতা বৃদ্ধির পাশাপাশি দ্রুত সময়ে কাজ করা সম্ভব হচ্ছে;
- সেবা সহজীকরণের অংশ হিসেবে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর পোল্ট্রি ও ডেইরি খামার, পশুখাদ্য কারখানা, আমদানি-রপ্তানি লাইসেন্স রেজিস্ট্রেশন ও নবায়ন কার্যক্রম অনলাইনে সম্পন্ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে পশুখাদ্য কারখানা, আমদানী-রপ্তানি লাইসেন্স, Grand Parent ও Parent Stock পোল্ট্রি খামার রেজিস্ট্রেশন ও নবায়ন কার্যক্রমসহ পশুখাদ্য ও খাদ্য উপাদান আমদানি-রপ্তানির জন্য No Objection Certificate (NOC) প্রদান কার্যক্রম অনলাইনে সম্পন্ন করা শুরু হয়েছে;
- APAMS সফটওয়্যারের মাধ্যমে APA প্রণয়ন ও কার্যক্রমের রিপোর্টিং চলমান আছে;
- অনলাইন ভেটেরিনারি সেবা সহজীকরণে bdvets.com ওয়েবসাইটের কার্যক্রম চলমান আছে;
- কর্মকর্তাগণের ডাটাবেজ প্রণয়ন এবং নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে।

১৪. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল চর্চার বিবরণ:

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ২০২১-২০২২ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা তৈরি করেছে এবং সে অনুযায়ী কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। নিম্নোক্ত ছকে ২০২১-২০২২ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল চর্চার বিস্তারিত অগ্রগতি উপস্থাপন করা হলো:

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০২১-২০২২ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২১-২০২২						
						লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার	মোট অর্জন	অর্জিত মান
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১. প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা												
১.১ নৈতিকতা কমিটির সভা আয়োজন	সভা আয়োজিত	৪	সংখ্যা	পরিচালক প্রশাসন	৪	লক্ষ্যমাত্রা	১	১	১	১	৪	৪
						অর্জন	১	১	১	১	৪	
১.২ নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত	৬	%	পরিচালক প্রশাসন	১০০%	লক্ষ্যমাত্রা	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	৬
						অর্জন	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	
১.৩ সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে সভা	অনুষ্ঠিত সভা	২	সংখ্যা	উপপরিচালক প্রশাসন	৪	লক্ষ্যমাত্রা	১	১	১	১	৪	২
						অর্জন	১	১	১	১	৪	
১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন	প্রশিক্ষণ আয়োজিত	২	সংখ্যা	উপপরিচালক এইচআরডি	১০০%	লক্ষ্যমাত্রা	২৫	২৫	২৫	২৫	১০০	১.৫
						অর্জন	-	২৫	২৫	৫০	৭৫	
১.৫ কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন	১. করোনা মোকবেলার জন্য সকল প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আওতাধীন সকল অফিসে বাধ্যতামূলক স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করা	২	সংখ্যা ও তারিখ	উপপরিচালক প্রশাসন	২ (২/১১/২১) (৩/৪/২২)	লক্ষ্যমাত্রা	-	১ (২/২১/২১)	-	১ (৩/৪/২২)	২	২
						অর্জন	-	১		১ (৩/৪/২২)	২	

	২. অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় অফিসে অপ্রয়োজনীয় নথি ধ্বংস করা											
১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা, ২০২১-২২ ও ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে দাখিল ও স্ব স্ব ওয়েবসাইটে আপলোডকরণ	কর্ম-পরিকল্পনা ও ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন দাখিলকৃত ও আপলোডকৃত	১	তারিখ	উপপরিচালক প্রশাসন	২০/০৬/২১ ০২/১০/২১ ০১/০১/২১ ০১/০৪/২১ ৩০/০৬/২১	লক্ষ্যমাত্রা	২/১০/২১	১/১/২২	১/৪/২২	৩০/৬/২২	৪	১
						অর্জন	৩/১০/২১	৩০/১২/২১	৩১/৩/২২	৩০/৬/২২	৪	
১.৭ আওতাধীন আঞ্চলিক/ মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) কর্তৃক দাখিলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের ওপর ফিডব্যাক প্রদান	ফিডব্যাক সভা/কর্মশালা অনুষ্ঠিত	৪	তারিখ	পরিচালক সম্প্রসারণ	৪	লক্ষ্যমাত্রা	৯/৪/২১	১০/১২/২১	৩/৩/২২	৬/৬/২২	৪	৩
						অর্জন	-	১০/১২/২১	৩/৩/২২	২/৬/২২	৩	
১.৮ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এবং পুরস্কারপ্রাপ্তদের তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ	প্রদত্ত পুরস্কার	১	তারিখ	মহাপরিচালক	৬					৩০/৫/২২	১	১

২. আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন												
২.১ ২০২১-২২ অর্থ বছরের ক্রয়-পরিকল্পনা (প্রকল্পের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনাসহ) ওয়েবসাইটে প্রকাশ	ক্রয়-পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	২	তারিখ	চীফপিইসি ,	৩১/৭/২১	লক্ষ্যমাত্রা	৩১/৭/২১				১	২
						অর্জন	৩১/৭/২১				১	
২.২ প্রকল্প PSC ও PIC সভা আয়োজন	সভা আয়োজিত	২	সংখ্যা	মহাপরিচালক	৫৯	লক্ষ্যমাত্রা	১৫	১৫	১৫	১৪	৫৯	১.৬৩
						অর্জন	১২	১২	১২	১২	৪৮	
২.৩ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়িতন	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত	২	%	১০০%		লক্ষ্যমাত্রা	১০%	২৫%	৭০%	১০০%	১০০%	১.৯৪
						অর্জন	১৬.২৭%	৩৫%	৬০%	৯৬.৮১%	৯৬.৮১%	
২.৪ প্রকল্প সমাপ্তি শেষে প্রকল্পের সম্পদ (যানবাহন, কম্পিউটার, আসবাবপত্র ইত্যাদি) বিধি মোতাবেক হস্তান্তর করা	প্রকল্পের সম্পদ বিধি মোতাবেক হস্তান্তরিত	২	তারিখ	পরিচালক , প্রশাসন		লক্ষ্যমাত্রা		৩১/১২/২১			১	২
						অর্জন		হস্তান্তরিত			১	
৩. শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রম												
৩.১ সকল উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরে গবাদিপশুর ভ্যাকসিনের মূল্য তালিকা ডিসপ্লে বোর্ডে প্রদর্শন করা	মূল্যতালিকা প্রকাশিত	৪	তারিখ	পরিচালক , সম্প্রসারণ	৮/৮/২১ ৪/২/২২	লক্ষ্যমাত্রা	৮/৮/২১		৪/২/২২		২	৪
						অর্জন	৮/৮/২১	-	৪/২/২২		২	

৩.২ অনলাইনে পোষাপ্রাণির আমদানি/রপ্তানির অনাপত্তি সনদ প্রদান।	*অনাপত্তি সনদ*	৪	সংখ্যা	উপপরিচালক এইচআরডি	২০০	লক্ষ্যমাত্রা	৫০	৫০	৫০	৫০	২০০	৩
						অর্জন	৫৫	৪৩	৫১	৭৫	২২৪	
৩.৩ অনলাইনে পশুপুষ্টি উপকরণ আমদানির অনাপত্তি সনদ প্রদান।	*অনাপত্তি সনদ*	৪	সংখ্যা	উপপরিচালক , প্রাণিস্বাস্থ্য	৪০০	লক্ষ্যমাত্রা	১০০	১০০	১০০	১০০	৪০০	১
						অর্জন	৮	৪৭	৩৭৩	৪৮	৪৭৬	
৩.৪ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় খামারিদের মাঝে পশুখাদ্য ও ঔষধ বিতরণ।	বিতরণকৃত পশুখাদ্য ও ঔষধ	৪	তারিখ	পরিচালক , সম্প্রসারণ	৩/৮/২১ ৪/১১/২১ ৫/১/২২ ৬/৫/২২	লক্ষ্যমাত্রা	৩/৮/২১	৪/১১/২১	৫/১/২২	৬/৫/২২	৪	৪
						অর্জন	৩২১/৮/	বিতরনকৃত	বিতরণকৃত	বিতরণকৃত পশুখাদ্য ৫০২.৬ মে.টন, কৃমির ঔষধ ৫,৩১,৫৩৭ টি, ভিটামিন ও মিনারেল প্রিমিক্স ২৪,৮৫০ কেজি	৪	
৩.৫ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় খামারিদের মাঝে গবাদি পশুপাখি বিতরণ।	বিতরণকৃত গবাদিপশু-পাখি	৪	সংখ্যা	পরিচালক , সম্প্রসারণ	৫০০০	লক্ষ্যমাত্রা	১০০০	১০০০	২০০০	১০০০	৫০০০	৪
						অর্জন	১৯,৩০০	৩৭৯৩	৩৫,৪৪৯	৭৪,৮৪৫ (ভেড়া ৫,৯১৫ টি হাঁস ৪৪,০০০ টি মুরগি ২৪,৯৩০ টি)	১,৩৩,৩৮৭	

১৫. অভিযোগ/অসন্তুষ্টি নিষ্পত্তির ব্যবস্থাঃ

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সকল দপ্তর অফিসে অভিযোগ বক্স রয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের আওতায় অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক) ও আপিল কর্মকর্তার তথ্য ওয়েবসাইটে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে হালনাগাদকরণ কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জিত হয়েছে। পরিবীক্ষণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি কার্যক্রমের আওতায় নির্দিষ্ট সময়ে অনলাইন/অফলাইনে প্রাপ্ত অভিযোগ শতভাগ নিষ্পত্তি হয়েছে এবং নিষ্পত্তি সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন উধ্বর্তন কর্তৃপক্ষ বরাবর যথাসময়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়াও পরিবীক্ষণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি কার্যক্রমের আওতায় অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনার উপর কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের ৪টি প্রশিক্ষণ, ৪টি অংশীজন সভা আয়োজন করা হয়েছে এবং ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনসমূহ যথাসময়ে প্রনয়ণপূর্বক উর্ধ্বগামী করা হয়েছে।

১৬. উপসংহারঃ

দেশে করোনা মহামারির মধ্যেও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর আপামর মানুষের প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ, দারিদ্র বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নারীর ক্ষমতায়ন, চামড়া এবং চামড়াজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন ও রপ্তানিতে এবং বিশেষ করে খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কাজ করে যাচ্ছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর বর্তমান সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার যথাযথ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক প্রণীত অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-২০৩০ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে সরকারের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০৪১ সালে উন্নত দেশে রূপান্তরের লক্ষ্যে নিরাপদ প্রাণিজ আমিষের অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণের পাশাপাশি রপ্তানি আয় বৃদ্ধিতে বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ এবং সুষ্ঠু বাস্তবায়নের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বিনির্মাণে প্রাণিসম্পদ সেক্টর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।